بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.) -এর সত্যনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইবাদতের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শের সর্বাধিক অনুসরণ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাঝেই প্রত্যক্ষ করি। সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর গভীর ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে তাঁর ইবাদতের মান ও যিকরে এলাহীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আজ আমি তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত থেকে তাঁর ইবাদতের এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, মির্যা মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, আমি শৈশব থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখে আসছি। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন, এরপর রাত একটার সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হতেন। তাহাজ্জুদ পড়ার পর কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এরপর ফজরের আযান হলে বাড়িতে সুন্নত পড়ে মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। কখনো নিজেই নামাযে ইমামতি করতেন আবার কখনো মিয়াঁ জান মুহাম্মদ সাহেব (রা.) নামাযের ইমামতি করতেন। তবে আমি তাঁকে কখনো মসজিদে সুন্নত পড়তে দেখিনি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন- আমি কখনো কঠোর কৃচ্ছসাধন করিনি এবং বর্তমান যুগের কিছু সুফিদের মতো কঠিন মুজাহাদার (তপস্যা) মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করিনি। নির্জনবাস অবলম্বন করে কখনো চিল্লাকাশি (চল্লিশ দিনের বিশেষ সাধনা) করিনি। আর কখনো সুন্নাহ-পরিপন্থী এমন

কোনো বৈরাগ্যমূলক কাজ করিনি যার ওপর খোদা তা'লার কালামের কোনো আপত্তি থাকতে পারে।

হুযূর আনোয়ার (আ.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পিতার ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ের একটি আধ্যাত্মিক সাধনার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, একবার তিনি স্বপ্নে এক বুযূর্গ ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শোনেন যে, ঐশী জ্যোতির নির্দেশনা লাভের জন্য লাগাতার কিছুদিন রোযা রাখা নবীদের সুন্নত বা রীতি। হুযূর (আ.) তাই কিছু সময়ের জন্য নিয়মিত রোযা রাখাকে উপযুক্ত মনে করেন। অতঃপর তিনি গোপনে রোযা রাখতে শুরু করেন। তাই তিনি এমন পদ্ধতি গ্রহণ করেন যে, বাসা থেকে পুরুষদের বসার ঘরে খাবার আনাতেন এবং তা কিছু এতীম শিশুর মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কেউ আমার এই রোযা রাখার বিষয়টি জানত না। দুই-তিন সপ্তাহ পর তিনি তাঁর আহারের পরিমাণ আরও কমিয়ে দেন, এমনকি খাবারের পরিমাণ অষ্টপ্রহরে মাত্র একটি রুটিতে সীমাবদ্ধ করেন। এরপর ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ এত কমাতে থাকেন যে, সেই খাবার খেয়ে দুই-তিন মাসের শিশুও ধৈর্য ধরতে পারত না। তিনি এভাবে আট-নয় মাস পর্যন্ত নফল রোযা রাখেন। এর ফলে রোযার বিস্ময়কর ফলাফলও তিনি লাভ করেন। অতীতের অনেক নবী এবং ওলীর সাথে দিব্যদর্শনে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া তিনি (আ.) একবার সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় হযরত হাসান (রা.), হুসাইন (রা.), আলী (রা.) এবং ফাতিমা (রা.) সহ মহানবী (সা.)-কেও দর্শন করেন। এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি দীর্ঘ আধ্যাত্মিক রুইয়্যার কথাও উল্লেখ করেন, যা তিনি রোযা রাখার কল্যাণে দেখেছিলেন।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বিতল কামরা থেকে পড়ে যান। এরপর যখন তাঁর জ্ঞান ফেরে তখন তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, নামাযের সময় হয়েছে কিনা? এথেকে বোঝা যায় নামাযের প্রতি তাঁর কতটা ব্যাকুলতা ছিল। ১৮৯৫ সালে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)-র কাদিয়ানে রমযান মাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হয়। তিনি বলেন, আমি গোটা মাস তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, তারাবীর নামায হুযূর (আ.)-এর পেছনে পড়েছি।

হুযূর আকদাস (আ.) বেতরের নামায প্রথম রাতেই পড়তেন আর শেষ রাতে দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এ সময় তিনি সর্বদা প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

হযরত আম্মাজান (রা.) বর্ণনা করেন, **পাঁচবেলার নামায ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দু'ধরনের নফল নামায পড়তেন। একটি হলো, ইশরাকের নামায যা মাঝে মাঝে পড়তেন। আরেকটি হলো, তাহাজ্জুদ নামাযের আট রাকাত যা তিনি নিয়মিত পড়তেন; কেবলমাত্র সে সময় ছাড়া যখন তিনি অনেক অসুস্থ থাকতেন। তথাপি তখনও তিনি রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দোয়া করতে থাকতেন আর শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে বসে বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।**

অনুরূপভাবে মির্যা মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, **তিনি (আ.) মসজিদে ফরয নামায**

পড়তেন এবং সুন্নত ও নফল বাসায় গিয়ে পড়তেন। এশার নামাযের পর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর জেগে উঠতেন আর নফল পড়তেন। এরপর তিনি (আ.) মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ফজরের আযান পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন।

হযরত মৌলভী ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, **তিনি (আ.) যখন তাঁর পিতার মামলা-মোকদ্দমায় হাজিরা দিতে যেতেন তখন খুবই সতর্ক থাকতেন যেন কোনো অবস্থাতেই নামায ছুটে না যায়।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কণ্ঠে অত্যন্ত বিগলন ও দরদ ছিল এবং তাঁর তিলাওয়াত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হতো। তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন এবং রসূলের সুন্নতকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর ইবাদত কখনো মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থি হতো না।

নামায ছাড়া মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমল ছিল পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ এবং এস্তেগফার পাঠ। কুরআনের প্রতি তাঁর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, দিবারাত্রি, উঠতে বসতে, শয়নে-জাগরণে, এদিক-সেদিক চলাফেরা করার সময় কুরআন পাঠ করতেন এবং অঝোরে কাঁদতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদি কোনো কারণে মসজিদে যেতে না পারতেন তাহলে বাড়িতে আম্মাজানকে নিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। অনেক সময় অন্য মহিলারাও আম্মাজানের সাথে যোগ দিতেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) হুযূর (আ.)-এর শৈশব সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (আ.) তাঁর সমবয়সী এক মেয়েকে-যার সাথে পরবর্তীতে তাঁর বিবাহও হয়েছিল-দোয়ার জন্য বলতেন, ওরে অভাগী! **দোয়া করো যেন আমার নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়**। এথেকে বোঝা যায়, শৈশব থেকেই তাঁর খোদা তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং ইবাদতের প্রতি কীরূপ আকর্ষণ ছিল।

হুযূর (আ.) বলেন: আমি শৈশব থেকেই রোযা রাখায় অভ্যস্থ... আমি (শৈশবে) যখন ২৯টি রোযা পূর্ণ করলাম, তখন সেই দিনটি আমার জন্য আনন্দের ঈদ ছিল। রোযার বিশেষ বরকত রয়েছে। যেমন প্রতিটি ফলের স্বাদ ভিন্ন, তেমনি প্রতিটি ইবাদতেও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ রয়েছে; এই ইবাদতগুলোর মাঝে এমন এক আধ্যাত্মিকতা রয়েছে যা মানুষ বর্ণনা করতে পারে না। উচিত হলো-ইবাদতে মানুষের আত্মা অত্যন্ত বিগলিত হয়ে পানির মতো প্রবাহিত হয়ে যেন খোদার সাথে মিশে যায়।

হযরত পীর সিরাজুল হক্ক নোমানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ জান মোহাম্মদ সাহেব ইন্তেকাল করলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য যান এবং অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে জানাযার নামায পড়ান যে, লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জানাযার নামায শেষে যখন তাঁকে বলা হয়, আপনি জানাযার নামায পড়ার জন্য এত সময় নিয়েছেন যে, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনিও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তিনি (আ.)

বলেন, আমাদের ক্লান্ত হওয়াতে কী আসে যায়? আমরা তো এই মরহুমের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করছিলাম। প্রার্থনাকারীর কী ক্লান্ত হওয়া মানায়? যে চাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে তো ব্যর্থ।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ার তৌফিক দিন। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে এই অঙ্গীকারে বয়আত করেছি যে, আমরা খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নামায পড়ব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দিন, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত দু'জন আহমদীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

13 February 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in